সমাজকর্ম পদ্ধতি : দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন
(Social Work Method : Social Group Work and Community Organization and Community Development)

ইউনিট ৪

ভূমিকা

দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে দল সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রামীণ জনগণ অধিক হারে শহরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে ব্যাপক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যার সমাধানে সেটেলমেন্ট হাউজ, নেইবারহুড সেন্টার, বয়েজ এন্ড গার্লস স্কাউট, ফোর এইড ক্লাব, ইয়ংমেন এন্ড ইয়ং উইমেন ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি এগিয়ে আসে। এসব প্রতিষ্ঠানই মূলত দলকেন্দ্রিক সমাজকর্মের ভিত রচনা করে। ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব এ্যাপলাইড সোশ্যাল সাইন্সেস কর্তৃক দল সমাজকর্মের উপর দলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪০ এর দশকে দল সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে।

অন্যদিকে, সমষ্টি সংগঠন আধুনিক সমাজকর্মের সর্বশেষ সংযোজিত একটি মৌলিক পদ্ধতি। যুক্তরাষ্টের দান সংগঠন সমিতির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। ১৯০৯ সালে আমেরিকার কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠন প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা অর্জন করে এবং ১৯৬২ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা পরিষদ প্রকাশিত সমাজকর্ম শিক্ষা কারিকুলামে সমষ্টি সংগঠনকে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আবার বিভিন্ন দেশের পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের পল্লী ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শহুরে এলাকার মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পায়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৮.২ : দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা
পাঠ-৮.৩ : দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.৪ : দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.৫ : দল সমাজকর্মের ভূমিকা
পাঠ-৮.৬ : দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ-৮.৭ : সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি
পাঠ-৮.৮ : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন
পাঠ-৮.৯ : সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান
পাঠ-৮.১০ : সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা
পাঠ-৮.১১ : সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.১২ : সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ-৮.১৩ : সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর আন্তঃসম্পর্ক

পাঠ-৮.১ দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ (Concept, Characteristics and Types of Group)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১.১ সামাজিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.১.২ সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১.৩ সামাজিক দলের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১.১ সামাজিক দল

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধতা ছাড়া মানুষের একার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সমাজে বাস করতে গিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু মানুষ খুব কাছাকাছি হয়। নিজেদের মধ্যে তৈরি হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি। আর এভাবেই মানুষ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে একের অধিক লোক যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাকে দল বলে। অন্যদিকে সামাজিক দল হলো কতগুলো মানুষের সমষ্টি, যারা সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

শেরিফ এণ্ড শেরিফের মতে, একটি দল হলো কতগুলো ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক একক। এখানে ব্যক্তিগণ পারস্পরিক মর্যাদা ও ভূমিকার অংশীদার হয়। এক্ষেত্রে সদস্যদের আচরণের নির্দেশনা হিসেবে দলের কতগুলো নিজস্ব আদর্শ বা মূল্যবোধ থাকে।

রামনাথ শর্মার মতে, সামাজিক দল হলো ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত চুক্তি, যার সদস্যদের মধ্যে সাধারণ লক্ষ্য, স্বার্থ, উদ্দীপনা এবং পারস্পরিক আবেগ, সম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বজায় থাকে।

সূতরাং বলা যায় যে, সামাজিক দল হলো একাধিক লোকের সমষ্টি যারা সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে।

৮.১.২ সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য

Hans Raj তাঁর *Introduction to Sociology* গ্রন্থে সামাজিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন :

১. দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যামান থাকে;
২. দলের সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকে এবং নিজেরা একাত্মবোধ অনুভব করে;
৩. দলের সদস্যরা পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে;
৪. সদস্যরা দলের সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ অর্জনে সম্মিলিতভাবে কাজ করে;
৫. দলের সদস্যরা সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একই ধরনের পথ অনুসরণ করে; এবং
৬. দলের সদস্যরা দলীয় আদর্শ মেনে চলে।

সার্বিকভাবে সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরুপ :

১. এটি একটি সামাজিক একক, যা দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি;
২. এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে এর সদস্যগণ একত্রিত হয়;
৩. সদস্যদের মধ্যে মনো-সামাজিক ঐক্য বিদ্যমান থাকে;
৪. দলের মধ্যে পরিবর্তন ও গতিশীলতা বিদ্যামান;
৫. সামাজিক দল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী;
৬. দলের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে;
৭. সাধারণ নেতৃত্বের ভিত্তিতে দল পরিচালিত হয়;
৮. সাধারণ আদর্শ ও মূল্যবোধ বিদ্যমান, যা দলের সকল সদস্য মেনে চলে;

৯. দলের প্রতি সদস্যদের সাধারণ আনুগত্য বিদ্যমান থাকে। এর ভিত্তিতে সদস্যরা তাদের যৌথ স্বার্থকে রক্ষা করে; এবং
১০. দলের সদস্যরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভূমিকা ও মর্যাদার অংশীদার হয়।

৮.১.৩ সামাজিক দলের শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক দলসমূহকে এদের গঠন, আকৃতি, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম প্রভৃতির আলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রাথমিক দল : প্রাথমিক দল হলো সবচেয়ে সহজ ও সর্বজনীন সামাজিক দল। প্রাথমিক দল বলতে সেই দলকে বোঝানো হয় যার সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচিতি, অন্তরঙ্গতা ও যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। এ দলের পরিধি বা সদস্য সংখ্যা সীমিত সংখ্যক থাকে। সদস্যদের আচরণে আনুষ্ঠানিকতা কম এবং স্থায়ীত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ ধরনের দলকে face to face group বলা হয়। এদের মধ্যে আমরা ভাব (we feeling) প্রকট থাকে। পরিবার, খেলার দল, প্রতিবেশি এ দলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

২. গৌণ দল : বৃহত্তর সমাজে বসবাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন ধারনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে গৌণ দলের ভূমিকাই প্রধান। গৌণ দলের সদস্যদের সম্পর্ক অনেকটা রীতি মাফিক। এদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা কম থাকে। কতগুলো নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এ দল গড়ে ওঠে। এ ধরনের দলের সদস্য সংখ্যা ও পরিধি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক। দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত বেশি এবং স্থায়ীত্ব কম। ট্রেড ইউনিয়ন, বাণিজ্যিক সংঘ, ক্লাব এ দলের উদাহরণ।

৩. অন্তঃদল : ব্যক্তি যে দলের সদস্যভুক্ত এবং যে দলের সদস্যদের সাথে তার অন্তরঙ্গতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি, আবেগ, আনুগত্য বজায় থাকে সেটি ব্যক্তির নিকট অন্তঃদল। এ দলের সাথে ব্যক্তির দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট থাকে। অন্তঃদলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দলের জন্য উৎসর্গকৃত মনোভাব বিদ্যমান থাকে। এ দলকে we group বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তার নিজস্ব পরিবার, ক্লাব, সমিতি হলো তার অন্তঃদল।

৪. বহিঃদল : ব্যক্তি যে দলের সদস্য নয় এবং যে দল সম্পর্কে সে উদাসীনতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে তাই হলো ব্যক্তির বহিঃদল। এটাকে They group ও বলা হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো এ দলের উদাহরণ।

৫. আনুষ্ঠানিক দল : আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা আঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে তাই আনুষ্ঠানিক দল। এ দলের সদস্যদের নির্দিষ্ট আদর্শ, মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে হয়। এ দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়ম মাফিক। এখানে নিয়ম-কানুনের আধিক্য বেশি থাকে। রাজনৈতিক দল, শ্রেণিকক্ষ প্রভৃতি এ দলের উদাহরণ।

৬. অনানুষ্ঠানিক দল : কিছু লোক যখন এক বা একাধিক সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে অনানুষ্ঠানিক দল বলা হয়। এ দলের সদস্যভুক্তি ও কার্যাবলী রীতিমাফিক পরিচালিত হয় না। সাধারণত এ দল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়া পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

এছাড়াও স্থায়ী, অস্থায়ী, ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক, উন্নত, অনুন্নত, উলম্ব, আনুভূমিক, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক, সমাজবিরোধী, স্বেচ্ছামূলক, অস্বেচ্ছামূলক, স্বাতন্ত্রসূচকসহ নানা ধরনের দল রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানুষ সামাজিক জীব। দলবদ্ধ ছাড়া মানুষের পক্ষে একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায় দল ছাড়া সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায়না। মানবজীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজন ও অনিবার্য কারণে দল একান্ত প্রয়োজন। দল হলো একাধিক লোকের সম্মিলিত রূপ। একাধিক লোক যখন সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তাকে সামাজিক দল বলে। দলের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং নীতিমালা থাকে যা দলের সকল সদস্যকে মেনে চলতে হয়। দল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো– ক) প্রাথমিক দল, খ) গৌণ বা মাধ্যমিক দল, গ) অন্তঃদল, ঘ) বহিঃদল, ঙ) আনুষ্ঠানিক দল, চ) অনানুষ্ঠানিক দল প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানুষ কেন দলবদ্ধভাবে বসবাস করে?
ক) মানুষ সামাজিক জীব খ) মানুষ প্রকৃতিনির্ভর
গ) মানুষ ভীতু ঘ) মানুষ মরণশীল

২। কোন ধরনের দলকে we group বলা হয়?
ক) প্রাথমিক দল খ) গৌন দল
গ) অন্তঃদল ঘ) বহিঃদল

৩। একাধিক লোকের সমাবেশই দল। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
i. নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো
ii. সাধারণ উদ্দেশ্য
iii. পারস্পরিক সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

৪। প্রাথমিক দলকে face to face দল বলার কারণ–
i. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান
ii. পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান
iii. নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

পাঠ-৮.২ দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা (Concept, Elements and Principles of Social Group Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.২.১ দল সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.২.২ দল সমাজকর্মের উপাদান কী তা বলতে পারবেন।
৮.২.৩ দল সমাজকর্মের নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২.১ দল সমাজকর্মের ধারণা

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সাধারণত দলীয় সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক বা পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার বিশেষ পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও পেশাগত মূল্যবোধ অনুসরণ করে দলগত পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলীয় উন্নয়নে সেবাদান প্রক্রিয়াকে বলা হয় দল সমাজকর্ম।

জি. কনকপা এর মতে, দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা উদ্দেশ্যপূর্ণ দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যার অধিকতর কার্যকরী মোকাবিলায় সহায়তা করে।

এইচ. বি ট্রেকার বলেন, দল সমাজকর্ম হলো দল সমাজকর্মী কর্তৃক দলের সদস্যদের সাহায্য করার এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজকর্মী দলীয় কার্যাবলীতে সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা নিজেরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তি, দল ও সমাজের উন্নতি বিধানের সুযোগ লাভ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি, যা উদ্দেশ্যপূর্ণ দলীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দলের সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে দলীয় উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে কাজ করেন।

৮.২.২ দল সমাজকর্মের উপাদান

যে সকল বিষয় নিয়ে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাই হলো দল সমাজকর্মের উপাদান। নিচে দল সমাজকর্মের উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. সামাজিক দল : দল সমাজকর্মের প্রাণ বলা হয় দলকে। দল হলো একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমাজিক একক। যারা নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। দল সমাজকর্মে সদস্যদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলের আকার সীমিত হতে হয়।

খ. দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান : যে সকল প্রতিষ্ঠান দলীয় সেবাদানে নিয়োজিত তাই হলো দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান। দল সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– সরকারি, বেসকারি, একমুখী (কার্যক্রমভিত্তিক, বহুমুখী কার্যক্রমভিত্তিক, প্রত্যক্ষ) সেবাদানকারী, পরোক্ষ সেবাদানকারী প্রভৃতি। দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই দলের চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া দলের প্রয়োজন বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা, দলকে সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার ও অপেশাদার কর্মীবাহিনী সমৃদ্ধ এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।

গ. দল সমাজকর্মী : দল সমাজকর্মে দল সমাজকর্মী হলো মূল চাবিকাঠি। তিনি এক্ষেত্রে একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। দল সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতিমালা, কৌশল প্রভৃতি প্রয়োগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হলেন দল সমাজকর্মী। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে দলকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। একজন দলসমাজকর্মীকে অবশ্যই দলীয় সদস্যদের সাথে উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, দলীয় অবস্থা বিশ্লেষণ, দলের সাথে মেলামেশা, দলীয় অনুভূতি ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হয়।

ঘ. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া : কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে দল সমাজকর্মী পরিচালিত হয় । যে কৌশলের মাধ্যমে দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলে। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া তখনই কার্যকর হয়, যখন সমাজকর্মী ব্যক্তি ও দলের উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার কতগুলো ধাপ বা স্তর রয়েছে। যথা– দল গঠন, মূল্যায়ন ও যাচাই, লক্ষ্য নির্ধারণ ও সংযোগ স্থাপন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন ও সমাপ্তি।

৮.২.৩ দল সমাজকর্মের নীতিমালা

দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় যা সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দল সমাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করে। দল সমাজকর্মের নীতিমালা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. পরিকল্পিত দলগঠন নীতি : দল সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দল। দল সমাজকর্মীকে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুসারে পরিকল্পিত দলগঠন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল সমাজকর্ম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয়। উত্তম পরিকল্পিত দলগঠন যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দলীয় সন্তুষ্টি লাভে সহায়তা করে।

২. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের নীতি : দলের সদস্যদের কল্যাণে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয় । উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো কার্যক্রমই সফল হয় না । সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দলীয় সদস্যদেরকে বিশেষভাবে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন করে তোলে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য সমাজকর্মীকে কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন– দলীয় সদস্যদের চাহিদা, প্রত্যাশা, সমস্যা, সম্পদ, সীমাবদ্ধতা, সক্ষমতা, দল ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, দলীয় সদস্যদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তসম্পর্কের প্রকৃতি।

৩. দল-কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের নীতি : দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী-দল সম্পর্ক একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী ও দলের মধ্যে অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে । সমাজকর্মী ও দলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে কার্যকর উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দল সমাজকর্মী ও দলীয় সদস্যরা পরস্পরকে কীভাবে গ্রহণ করে তার উপর এ সম্পর্কের কার্যকরিতা অনেকটা নির্ভরশীল। এ সম্পর্ককে কার্যকর করার জন্য অবশ্যই দল সমাজকর্মীকে দলীয় সদস্যদেরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। তেমনি দলীয় সদস্যরাও দল সমাজকর্মীকে আন্তরিকতা ও উষ্ণতার সাথে গ্রহণ করবে। আর এভাবেই পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. ধারাবাহিক স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি : সম্পদ, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, নীতি, মূল্যবোধ, লক্ষ্যভেদে যেমন প্রতিটি দল আলাদা তেমনি দলের প্রত্যেকটি সদস্যও স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই এই স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি চায়। স্বাতন্ত্রীকরণ দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সাফল্য লাভের অন্যতম উপায়। তাই দল সমাজকর্ম অনুশীলনে দল ও দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা দল সমাজকর্মীর জন্য আবশ্যক।

৫. নির্দেশিত দলীয় আন্তক্রিয়ার নীতি : দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। দলকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন যা দল সমাজকর্মের অন্যতম নীতি। দল সমাজকর্মে দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক আন্তক্রিয়া গঠনকারী উপাদানসমূহ হলো– দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, সম্মতি, আনুগত্য, প্রতিপত্তি, অভিযোজন ইত্যাদি।

৬. দলীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি : দল একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে দলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী দলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মী দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, সদস্যদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, সদস্যদের মধ্যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং দায়িত্ববোধ ও স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করবে।

৭. নমনীয় কর্মমুখী প্রতিষ্ঠানের নীতি : এই নীতিটি প্রতিষ্ঠান ও দল উভয় ক্ষেত্রে অনুশীলন জরুরি। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় হওয়া প্রয়োজন, যাতে দলীয় ও সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সেবাকার্যক্রম গ্রহণ, পুরাতন কর্মসূচির সংশোধন এবং সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন আনা যায়। অন্যদিকে দলের সাংগঠনিক কাঠামোও নমনীয় হতে হবে, যেন সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নেতৃত্বের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় এবং দলের উন্নতির জন্য পরিবর্তজনিত অবস্থার সাথে দল খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।

৮. প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ নীতি : প্রত্যেকটি দলের লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায় হলো সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন। দল সমাজকর্মে কর্মসূচি প্রণয়নে দলীয় সদস্যদের আগ্রহ, সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে তাদের দ্বারা সময়োপযোগি কর্মসূচি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

৯. সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি : এই নীতির মাধ্যমে দলের লক্ষ্য অর্জন ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের (দলীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, সমষ্টির সম্পদ) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

১০. মূল্যায়ন নীতি : দল সমাজকর্ম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সেবা প্রদান করে থাকে। এ কারণে দল সমাজকর্ম কার্যক্রমের সাফল্য, ব্যর্থতা, সক্ষমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। এই মূল্যায়ন দল সমাজকর্মের কার্যকারিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দলের সদস্যদের জন্য যথাযথ কর্মকৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও কৌশল প্রয়োগ করে দলীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেবাদানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় দল সমাজকর্ম। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। দল সমাজকর্ম সাধারনত চারটি উপাদানের সমন্বিত রূপ। যেমন– ক) সামাজিক দল, খ) দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান, গ) দল সমাজকর্মী এবং ঘ) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। এছাড়া দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসৃত হয়। যথা– ১) পরিকল্পিত দল গঠন নীতি, ২) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের নীতি, ৩) দল-কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের নীতি, ৪) ধারাবাহিক স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, ৫) নির্দেশিত দলীয় আন্তক্রিয়ার নীতি, ৬) দলীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি,৭) নমনীয় কর্মমুখী প্রতিষ্ঠানের নীতি, ৮) প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ নীতি, ৯) সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি এবং ১০) মূল্যায়ন নীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিতে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্মে খ) দল সমাজকর্মে
গ) সমষ্টি সংগঠনে ঘ) সমষ্টি উন্নয়নে

২। দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি?
ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৩। দল সমাজকর্মীকে যেসব গুণের অধিকারী হতে হয়–
i. জ্ঞানসম্পন্ন
ii. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
iii. দক্ষতাসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

পাঠ-৮.৩ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Process of Social Group Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৩.১ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কী তা বলতে পারবেন।

৮.৩.২ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায়সমূহ বর্ননা করতে পারবেন।

৮.৩.১ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ফলে দলে সে গতিশীলতা সৃষ্টি হয় তাকে দলীয় প্রক্রিয়া বলা হয়। আর দলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যখন সমাজকর্মী দলকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালনা করেন, তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। দল সমাজকর্মের দল সর্বদা উদ্দেশ্যমুখী। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে দলের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হস্তক্ষেপ করে থাকেন।

এইচ. বি ট্রেকারের মতে, দল সমাজকর্মী যখন ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের আন্তঃক্রিয়াকে সচেতন ভাবে নির্দেশনা ও পরিচালনা করেন তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়।

সূতরাং বলা যায় দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হলো দলীয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত ও রূপ, যেখানে দল সমাজকর্মী দলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দলের সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে থাকেন।

দল সমাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে এর দু'টি বিশেষ দিক দেখতে পাওয়া যায় । যথা– উন্নয়নমূলক দিক ও প্রতিকারমূলক দিক। যখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা ও সামর্থ বৃদ্ধিও প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে উন্নয়নমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলে। আর যখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় দ্বন্দ্ব ও অসম প্রতিযোগিতা দূরীকরণের জন্য দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে প্রতিকারমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়।

৮.৩.২ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ

দলের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দলকে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ দ্বারা দলকে সহায়তা করেন। পর্যায়সমূহ হলো :

১। গঠন পর্যায় : এটি হলো দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে দলের সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি কোনো দলে অন্তর্ভুক্ত হবে, দলে তার করণীয় কী, দলীয় আচরণ কী হবে কিছুই সে জানতে বা বুঝতে পারেনা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তির পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী দলে অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করেন।

২। দুর্যোগ পর্যায় : এটি দলের বিকাশ পর্যায়। এ পর্যায়ে দল গড়ে উঠতে পারে আবার ভেঙ্গেও যেতে পারে। সে জন্য এ পর্যায়কে দুর্যোগ পর্যায় বলা হয়। এ পর্যায়ে দলের প্রত্যেক সদস্য তার নিজের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং দৃঢ় অবস্থান ও নেতৃত্বের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলের সদস্যদেরকে বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দেন এবং হতাশাগ্রস্তদেরকে উৎসাহ দেন।

৩। আদর্শিক পর্যায় : এ পর্যায়ে দল একটি সাংগঠনিক রূপ নেয়। দলের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস, সংহতি, অন্তরঙ্গতা, আমাদের দল প্রভৃতি মনোভাবের বিকাশ ঘটে। দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা, মূল্যবোধ ও কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।

৪। কার্যকর পর্যায় : এ পর্যায়ে দল সম্পদশালী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। দলের লক্ষ্য অর্জন ও সমস্যা সমাধানে দলীয় সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দলের বিশ্বাস, সংহতি ও সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পায়।

৫। চূড়ান্ত পর্যায় : এ পর্যায়ে দল প্রণীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং তা বাস্তবায়নে দলের সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

সারসংক্ষেপ

দল সমাজকর্মের দল সর্বদা উদ্দেশ্যমুখী। এ উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়। যেমন– ক) গঠন পর্যায়, খ) দূর্যোগ পর্যায়, গ) আদর্শিক পর্যায়, ঘ) কার্যকরী পর্যায় এবং ঙ) চূড়ান্ত পর্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার পর্যায় কয়টি?

ক) ৩টি খ) ৪টি

গ) ৫টি ঘ) ৬টি

২। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় দল সমাজকর্মী দলের সদস্যদের–

i. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে

ii. দিক নির্দেশনা প্রদান করে

iii. অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i. ii ও iii

পাঠ-৮.৪ দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া (Problem Solving Process in Social Group Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৪.১ দল সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৪.১ দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

দলের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্মী যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাই হলো দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। জি. কনকপা ও ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যাণ্ডার এর মতে, দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত স্তর বা ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়। যথা :

১. অনুধ্যান : দলের যে কোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য দল সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সরাসরি অংশগ্রহণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দলের স্বরূপ, প্রকৃতি, দলের অবস্থান, পরিচিতি, দলীয় সদস্যদের বৈশিষ্ট্য, দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্য, দলীয় প্রক্রিয়া ও সমস্যাসমূহ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এ স্তরকে তথ্যানুসন্ধানও বলা হয়ে থাকে ।

২. সমস্যা নির্ণয় : এ স্তরে দলের সমস্যা ও দলীয় সদস্যদের চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এক্ষেত্রে অনুধ্যানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দলের সমস্যা নির্ণয় ও দলীয় সদস্যদের চাহিদা নিরূপণ এবং সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণের জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের স্তরও বলা হয়ে থাকে।

৩. সমাধান : অনুধ্যান ও সমস্যা নির্ণয়ের প্রেক্ষিতে দলীয় সমস্যা সমাধান বা সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দলের গঠন, প্রকৃতি, দলীয় সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, দলের উদ্দেশ্য, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিবেচনায় এনে সেবা প্রদান করা হয়। সাধারণত যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দল সমাজকর্মী দলীয় সমস্যা সমাধান করে থাকেন সে গুলো হলো– ক) একনায়কত্ব বা প্রভূত্বব্যঞ্জক পদ্ধতি, খ) দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতি, গ) শিক্ষামূলক পদ্ধতি, ঘ) উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি এবং ঙ) সক্ষমকারী পদ্ধতি।

৪. মূল্যায়ন : দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সেবাদানের সর্বশেষ স্তর হলো মূল্যায়ন। এ স্তরে সেবাদানের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ প্রদেয় সেবা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছে তা যাচাই করা হয়। অন্যদিকে যদি সেবাব্যবস্থা ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে তার কারণ নির্ণয় করে পূণরায় সেবা প্রদান করা হয়। দল সমাজকর্মের সেবাদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও মেয়াদী এ দুধরনের মূল্যায়ন করা হয়।

সারসংক্ষেপ

দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দলে এই গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলের সমস্যা সমাধানে যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তাই হলো দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। দলীয় সমস্যা সমাধানে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। তা হলো– ক) অনুধ্যান, খ) সমস্যা নির্ণয়, গ) সমাধান এবং ঘ) মূল্যায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দলের সমস্যা মোকাবিলায় দল সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় কোনটির মাধ্যমে?
ক) অনুধ্যান খ) সমস্যা নির্ণয়
গ) সমাধান ঘ) মূল্যায়ন

২। দলের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাকে কী বলা হয়?
ক) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া খ) দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
গ) দলীয় প্রক্রিয়া ঘ) দলীয় আন্তক্রিয়া

৩। দলের সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো-
i. দৃষ্টান্তমূলক
ii. শিক্ষামূলক
iii. প্রভূত্বব্যঞ্জক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

পাঠ-৮.৫ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Group Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৫.১ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৫.১ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা

দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। এর অন্যতম উপাদান হলো সমাজকর্মী যার ভূমিকা বিভিন্নমূখী। একজন দল সমাজকর্মী কখনো নেতৃত্বদানকারী, কখনো নিয়ন্ত্রণকারী, কখনো মধ্যস্থতাকারী, কখনো সাহায্যকারী আবার কখনো কর্মসূচি প্রণয়নকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই দল সমাজকর্মীকে প্রতিষ্ঠান এবং দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, নীতিমালা, সম্পদ, সামর্থ্য, দলীয় সদস্যদের চাহিদা ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হয়। নিচে দল সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. দলের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ : দলের লক্ষ্য অর্জনে দলের প্রত্যেক সদস্যকে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রত্যেক সদস্যের পারস্পরিক সহযোগিতায় যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই দলীয় লক্ষ্য অর্জিত হয়। সমাজকর্মী দলের সদস্যদের কার কী ভূমিকা হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করেন।

২. কার্যকর দলীয় কাঠামো গঠন : প্রত্যেক দলেরই একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে যা দলীয় লক্ষ্য ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দলীয় কাঠামো সহজেই দলকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজকর্মী দলকে তার সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকেন।

৩. বাস্তবধর্মী উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ : কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে দল গঠিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য যদি বাস্তবমুখী না হয় তবে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দলকে বাস্তবধর্মী লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে থাকেন।

৪. কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন : প্রত্যেক দলের লক্ষ্য ও দল উপযোগী কর্মসূচি থাকে। দল সমাজকর্মী এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়ে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও এজেন্সির নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন উপযোগী দলীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করে থাকেন।

৫. সম্পদের সদ্ব্যবহার : সাধারণভাবে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ, দলের সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সমষ্টির সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তা যথাযথভাবে ব্যবহারের উপর দলের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলকে এমনভাবে সহায়তা করেন যাতে তারা তাদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৬. গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা : দলের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম এবং নেতৃত্ব অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর কর্তব্য হলো দলকে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহত থাকে, সকলের অংশগ্রহণ ও মতামত গুরুত্ব পায়, সঠিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং দলের সদস্যরা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

৭. দ্বন্দ্ব দূরীকরণ : দলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বাভাবিক বিষয়। কোনো সক্রিয় দলে উপদল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব স্থায়ী হলে তা দলের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল কারণ হলো বঞ্চনা, নির্যাতন, অসন্তোষ, ক্ষোভ, ব্যক্তিত্বের পার্থক্য প্রভৃতি। সমাজকর্মী অসন্তোষ দূর করে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টিতে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

৮. প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান : দলের সুষ্ঠু গতিশীলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সদস্যদের পূর্ণজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব জ্ঞান থাকলে দলের সদস্যদের পক্ষে নিজ নিজ ভূমিকা পালন যেমন সহজতর হয় তেমনি তাদের প্রত্যাশাও বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সমাজকর্মী সদস্যদের এসব বিষয়ে জ্ঞানদান করে থাকেন।

৯. শিক্ষামূলক ভূমিকা : দল সমাজকর্মীকে দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সমাজকর্মী নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত। দলের সদস্যদের যেসব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে সেসব দিক সম্পর্কে তিনি তাদের জ্ঞানদান এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

১০. সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি : অনুকূল ও সন্তোষজনক পরিবেশ ছাড়া দলের সদস্যদের সত্যিকার চাহিদা পূরণ ও লক্ষ্য অর্জিত হয়না। সেজন্য সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ দূর করে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাভাবিক ভূমিকা পালন সহজতর হয়।

১১. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা : সমাজকর্মী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করাও তার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। জনগণ ও সমাজের কাছে তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম তুলে ধরা তার অন্যতম দায়িত্ব। পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি সামাজিক সমর্থন আদায় করেন এবং সমষ্টির সম্পদ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা আদায়ে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

দল সমাজকর্মী মূলত দলের চাবিকাঠি। দলের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সদস্যদের চাহিদা পূরণ ও দলীয় সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্মী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। দলে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বহুমুখী। তিনি কখনো নেতৃত্বদানকারী, কখনো নিয়ন্ত্রণকারী, কখনো সাহায্যকারী আবার কখনো বা কর্মসূচি প্রণয়নকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। একজন সমাজকর্মী সাধারনত যেসকল ভূমিকা পালন করে থাকেন তা হলো– ১) কার্যকর দলীয় কাঠামো গঠন, ২) দলের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ৩) বাস্তবধর্মী উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ, ৪) কর্মসূচি প্রণয়ন, ৫) সম্পদের সদ্ব্যবহার, ৬) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, ৭) দ্বন্দ্ব দূরীকরণ, ৮) প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, ৯) শিক্ষামূলক ভূমিকা, ১০) সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি, ১১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দলে কার ভূমিকা বিভিন্নমুখী?
ক) দল সমাজকর্মী খ) দলের সদস্য
গ) দলের নেতৃত্ব ঘ) দলীয় প্রতিষ্ঠান

২। দলের সম্পদ সাধারণত-
i. সাধারণভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ii. প্রতিষ্ঠানের সম্পদ iii. সমষ্টির সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

৩। দলে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো-
i. দ্বন্দ্ব দূর করা ii. সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা iii. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

পাঠ-৮.৬ দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র (Fields of Social Group Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৬.১ বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৬.১ বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র নিচে আলোচনা করা হলো :

১. কৃষি উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি উন্নয়নের সাথে এদেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। এদেশের কৃষি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এসমস্ত সমস্যা দূর করে দরিদ্র কৃষক শ্রেণিকে সংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন

ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি রয়েছে যেখানে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে কৃষির উন্নয়ন করা হচ্ছে। যেমন– বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ব্র্যাক, প্রশিকা প্রভৃতি।

২. সমবায় সমিতি গঠন : বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সমবায় কর্মসূচি। সমবায় কর্মসূচির সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আমাদের দেশে বিশেষ করে দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

৩. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যা দূর করার জন্য বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব।

৪. পরিবার পরিকল্পনা : পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। আনুষ্ঠানিকভাবে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল এবং ছোট পরিবার গঠনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব।

৫. বেকারত্ব দূরীকরণ : বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকার। এদের মধ্যে একটি বড় অংশই হলো মৌসুমী বেকার। পরিকল্পিত ও সংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদানির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যেমন মৌসুমি ও ছদ্ম বেকারদের খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি বিপুল পরিমাণ শ্রম শক্তিকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানো সম্ভব।

৬. নারীকল্যাণ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু তারা নানাভাবে বৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি নেই বললেই চলে– যদিও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে নারী শ্রমের মাধ্যমে যেমন– গার্মেন্টস শিল্প, কৃষিকাজ ইত্যাদি। দলীয় পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ নারীদের যেমন সচেতন জনশক্তিতে পরিণত করে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যায়, তেমনি দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র নারীদেরও সমাজে সুষ্ঠুভাবে পুণর্বাসন করা সম্ভব।

৭. যুবকল্যাণ : যুব অসন্তোষ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এর ফলে উৎপাদনশীল শ্রম শক্তির যেমন অপচয় হচ্ছে তেমনি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে বিপথগামী যুবসমাজকে কর্মমুখী ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

৮. পরিবারকল্যাণ : পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক দল। আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার কারণে এদেশের পরিবারগুলো সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা। তাই সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিবার গঠন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৯. শিশু সদন বা শিশু পরিবার : বাংলাদেশের শিশু পরিবারগুলোতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা বসবাস করে। দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে এদের মধ্যে সখ্যতার বন্ধন সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া শিশুদের উপযোগী নানা দলীয় কাজের মাধ্যমে এদের মধ্যে দায়িত্বশীল নাগরিকত্ববোধ এবং স্বনির্ভর মনোবৃত্তি সৃষ্টি করাও সম্ভব যা তাদের পরবর্তী জীবনে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১০. শ্রমকল্যাণ : শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণে দল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশের শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দলীয় সংহতির অভাব থাকায় মালিক শ্রেণি তাদের নানাভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ পায়। দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সহায়তা করা যেতে পারে।

১১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে দল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যকার উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন,

প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বিনষ্টকরণ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখতে দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ভ্রমণ, চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

১২. কিশোর অপরাধ সংশোধন : কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বোরস্টাল স্কুল ও কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম দেশ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানে নানা সমস্যা বিদ্যমান। এ কারণে বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যেসকল ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– ১) কৃষি উন্নয়ন, ২) সমবায় কর্মসূচি, ৩) নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ, ৪) পরিবার পরিকল্পনা, ৫) বেকারত্ব দূরীকরণ, ৬) নারীকল্যাণ, ৭) যুবকল্যাণ, ৮) পরিবারকল্যাণ, ৯) শিশু পরিবার, ১০) শ্রমকল্যাণ, ১১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ১২) কিশোর অপরাধ সংশোধন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পরিবার সামাজিক দলের মধ্যে কোন পর্যায়ের?

ক) প্রাথমিক দল খ) গৌণ দল

গ) বহিঃদল ঘ) আনুষ্ঠানিক দল

২। বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ–

i. সম্পদের সীমাবদ্ধতা ii. প্রতিকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা iii. প্রতিকূল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৭ সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি (Concept and Nature of Community)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৭.১ সমষ্টি প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.৭.২ সমষ্টির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৭.১ সমষ্টির ধারণা

মানুষ স্বভাবতই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের সাথে নানা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আর এভাবেই গড়ে ওঠে জনসমষ্টি। সাধারণভাবে সমষ্টি বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত একদল মানুষকে বুঝায়, যারা কতিপয় মৌলিক ও অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমজাতীয় ধ্যান ধারণা পোষণ করে।

সমষ্টির সংজ্ঞায় ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, যখন কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে, তারা বিশেষ কোনো স্বার্থের অংশীদার না হয়ে স্বাভাবিক জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে তখন আমরা ঐ গোষ্ঠীকে সমষ্টি বলে থাকি।

গফুর ও মান্নান এর মতে, জনসমষ্টি হলো একদল লোকের সমষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান এবং কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা অন্য প্রতিবেশি গোষ্ঠী থেকে আলাদা।

সুতরাং সমষ্টি বলতে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত এমন একদল মানুষকে বোঝায়, যারা সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে বসবাস করে এবং যারা সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কতিপয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যা তাদের মধ্যে সাধারণ বন্ধন সৃষ্টি করে এবং 'আমরা বোধ' জাগিয়ে তোলে।

৮.৭.২ সমষ্টির প্রকৃতি

প্রত্যকটি সমষ্টির নিজস্ব কিছু রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ ও সংস্কৃতি থাকে, যা ঐ সমষ্টির সকল সদস্য মেনে চলে। এসব আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ। সমষ্টির মূল্য বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হলো দুটি। যথা– ১। নির্দিষ্ট অঞ্চল ও ২। স্বজাত্যবোধ।

১। নির্দিষ্ট অঞ্চল : প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বা সমষ্টি একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। এক্ষেত্রে বসবাসকারী প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিত ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও দ্রব্যাদি আদানপ্রদান করে থাকে। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে তারা ঐ এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পারস্পরিক আন্তক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

২। স্বজাত্যবোধ : নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে সমষ্টি নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুশীলন করে থাকে। আর এই অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ। সমষ্টির প্রতিটি সদস্য এই স্বজাত্যবোধের কারণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সমষ্টির এই স্বজাত্যবোধ তিনটি আলাদা অনুভূতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। যথা:

ক) আমরাবোধ : স্বজাত্যবোধ থেকে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে 'আমরাবোধ' বা we feeling তৈরি হয়, যা সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে সমষ্টির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়।

খ) ভূমিকা পালন মনোভাব : স্বজাত্যবোধ ও আমরাবোধের কারণে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। আর এ কারণে সমষ্টির প্রতিটি সদস্য তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়। ফলে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ট আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ) নির্ভরতা মনোভাব : সমষ্টির সদস্যদের পারস্পরিক পরিচিতি, সহযোগিতা, স্বজাত্যবোধ ও আমরা বোধ সৃষ্টির কারণে পরস্পরের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে একে অন্যের প্রয়োজনসমূহ পূরণে এগিয়ে আসে।

সারসংক্ষেপ

দলবদ্ধ জীবনযাপন করা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। দলবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই মূলত সমষ্টির উদ্ভব হয়। সমষ্টি হলো এমন একটি জনসম্প্রদায় যারা একই রীতিনীতি, একই ধরনের আচার ব্যবহার, একই ঐতিহ্য, একই সামাজিক আদর্শ ও স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এবং একই সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একত্রে বসবাস করে এবং জীবনযাপনের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে, যা সম্প্রদায়ের সদস্যরা মেনে চলে। আর এসব মূল্যবোধ ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কারা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে।
ক) সামাজিক দল খ) জনসমষ্টি
গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ) সামাজিক সংগঠন

২। সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে 'আমরা বোধ' সৃষ্টি হয় কীভাবে?
ক) স্বজাত্যবোধ থেকে খ) পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে
গ) পারস্পরিক বন্ধন থেকে ঘ) গোষ্ঠীগত মনোভাব থেকে

৩। সমষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠা স্বজাত্যবোধ তৈরি হয় যে সকল অনুভূতির সংমিশ্রনে–
i. আমরাবোধ ii. ভূমিকা পালন মনোভাব iii. নির্ভরতার মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৮ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন (Community Organization and Community Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৮.১ সমষ্টি সংগঠন বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.৮.২ সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৮.১ সমষ্টি সংগঠন

পেশাদার সমাজকর্মের তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতি হলো সমষ্টি সংগঠন। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে বর্তমান গ্রন্থে সমাজকর্মের তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতিকে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

সাধারণভাবে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টির সমাজকল্যাণমূলক চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াকে সমষ্টি সংগঠন বলা হয়। অর্থাৎ সমষ্টির সম্পদের মাধ্যমে কীভাবে সমষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়, তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই হলো সমষ্টি সংগঠন।

ম্যারি জি. রস বলেন, সমষ্টি সংগঠন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমষ্টির চাহিদা বা উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করে, চাহিদা বা উদ্দেশ্যসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং এসব চাহিদা বা উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করার আগ্রহ ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং সম্ভাব্য সম্পদ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং এসব কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে সমষ্টিতে সমবায়িক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব ও প্রথার বিকাশ ঘটায় এবং সম্প্রসারণ করে।

ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যাণ্ডারের মতে, সমষ্টি সংগঠন এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন ও সম্পদের মধ্যে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্যবিধান করা হয়।

সূতরাং বলা যায় যে, সমষ্টি সংগঠন এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে সমষ্টির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা পূরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৮.৮.২ সমষ্টি উন্নয়ন

সাধারণত অনুন্নত ও স্থবির জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে মূলত এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এ পদ্ধতিটি শুধুমাত্র অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হতো। বর্তমানে পদ্ধতিটি উন্নত দেশের অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নয়নেও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের মতে, সমষ্টি উন্নয়ন এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের জন্য জনসাধারণের কার্যাবলীকে সরকারি কার্যাবলীর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন জনসমষ্টিকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করে তাদেরকে জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা রাখার জন্য সক্ষম করে তোলা হয়।

ভারত সরকারের India 1982 নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, সমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামবাসী কর্তৃক পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত আত্মসাহায্যমূলক কর্মসূচি, যাতে সরকার কেবল কারিগরি নির্দেশনা ও আর্থিক সহায়তা দেন। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মনির্ভরতার উন্নয়ন এবং জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। যেমন– সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমষ্টিগত চিন্তাচেতনা ও যৌথ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

সূতরাং বলা যায়, কোনো সমষ্টির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি-বেরসকারি, আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য, সমষ্টির স্থানীয় উদ্যোগ এবং সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রক্রিয়াই হলো সমষ্টি উন্নয়ন।

সারসংক্ষেপ

সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা এবং সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের জন্য পেশাদার সমাজকর্মের যে তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সেটি হলো সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি ও সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন চাহিদা ও সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়ন হলো, এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের কার্যাবলীকে সরকারি কার্যাবলীর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করে তাদেরকে জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা রাখার জন্য সক্ষম করে তোলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টির চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম

গ) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

২। সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির নিজস্ব উদ্যোগের সাথে সরকার যে ধরনের সাহায্য প্রদান করে–

i. আর্থিক সাহায্য

ii. কারিগরি নির্দেশনা

iii. বিশেষজ্ঞ প্রেরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৯ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান (Elemetns of Community Organization and Community Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৯.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৯.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান

সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে এর পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা– ক) জনসমষ্টি, খ) জনসমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন, গ) প্রতিষ্ঠান, ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি এবং ঙ) প্রক্রিয়া। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

ক) সমষ্টি : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের মৌল উপাদান হলো জনসমষ্টি। একদল লোক যখন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তখন ঐ দলকে বলা হয় জনসমষ্টি। জনসমষ্টির সুনির্দিষ্ট কিছু একক স্বার্থ, আদর্শ, মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে যা ঐ সমষ্টির সকল সদস্য যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করে। এ প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি হয়। সমষ্টির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো– সাধারণ স্বার্থ ও সাদৃশ্যপূর্ণ জীবনধারা, সামাজিক বন্ধন, আত্মীয়তা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

খ) সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন : সমষ্টির প্রয়োজন ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে সমষ্টি সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন আবর্তিত হয়। সমষ্টির অভাব, অক্ষমতা ও ব্যর্থতা থেকেই তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন উদ্ভব হয়। সমষ্টির জনগণের অনুভূত চাহিদা ও প্রয়োজন মূলত সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন। তবে এই চাহিদা ও প্রয়োজন অবশ্যই সমষ্টির সকলের জন্য কল্যাণকর হতে হবে। সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন বহুমুখী ও বিচিত্র হয়ে থাকে। এ চাহিদা ও প্রয়োজন অনেক সময় সমষ্টির সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

গ) প্রতিষ্ঠান : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হলো প্রতিষ্ঠান। সমষ্টির সমস্যার সমাধান, উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের হয়ে থাকে। সেবাকর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানগুলো একমুখী ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবা প্রদান করে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের গতিময়তার উপর। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ধরন, প্রকৃতি, কার্যাবলী, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি : পেশাদার সমাজকর্মী সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নে পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মী সাধারণত সমষ্টি সংগঠক বা উন্নয়নকর্মী হিসেবে সমধিক পরিচিত। সেবা প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টির চাহিদা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে একজন সমাজকর্মী কখনো সমন্বয়কারী, কখনো সক্ষমকারী, কখনো উপদেষ্টা, কখনো সাহায্যকারী, কখনো প্রশিক্ষক আবার কখনো সংগঠকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে একজন সমাজকর্মীর সেবাপ্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মধ্যে যে সকল বিষয়ে দক্ষতা থাকা দরকার তা হলো– সমষ্টির বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন, সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনের গঠনমূলক অনুধ্যান ও বিশ্লেষণ, সমষ্টির সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার ব্যবহার, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ, সমষ্টির কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

ঙ) প্রক্রিয়া : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া বলতে সমষ্টির সমস্যার সমাধান বা উন্নয়নে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রয়োজন নিরূপণ করে বাস্তবমুখী সেবাদানের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ কার্যকর কি না বা কতটুকু সফলতা পাওয়া গেল তা নিরূপণের জন্য মূল্যায়ন জরুরি। মূলত সমষ্টির চাহিদা সম্পর্কিত অনুধ্যান, তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এগুলোর সমন্বিত রূপ হলো সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

সারসংক্ষেপ

একদল পেশাদার সমাজকর্মী দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিচালিত হয়। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন মূলত পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলো হলো– ক) সমষ্টি, খ) সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন, গ) প্রতিষ্ঠান, ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি এবং ঙ) প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

২। সমষ্টি সমাজকর্মের মৌল উপাদান কোনটি?
ক) সমষ্টি খ) প্রতিষ্ঠান
গ) পেশাদার প্রতিনিধি ঘ) প্রক্রিয়া

৩। একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মধ্যে সমষ্টি সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার–
i. বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন
ii. সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার যথাযথ ব্যবহার
iii. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১০ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের নীতিমালা (Principles of Community Organization and Community Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১০.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১০.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান নীতিমালা

সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের সমন্বিত নীতিমালা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো :

১. সমষ্টি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি : প্রতিটি সমষ্টি তাদের সম্পদ, সামর্থ্য, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদর্শ, মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের চাহিদা ও সমস্যাবলী ভিন্নতর হয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির চাহিদাপূরণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টিকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে সমাধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

২. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি : এই নীতির আওতায় সমষ্টির সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির উপর কোনোরূপ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টিকে সক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হয়।

৩. অগ্রাধিকারভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি : এ নীতির আলোকে সমষ্টির অনুভূত চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অর্থাৎ একাধিক সমস্যার মধ্যে সমষ্টির কল্যাণে সর্বপ্রথম জরুরি সমস্যার সমাধান করা হয়।

৪. নমনীয় সাংগঠনিক কাঠামো নীতি : সমষ্টির চাহিদা ও সমস্যা পরিবর্তনশীল । তাই সমষ্টির সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান ব্যবস্থা প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পরির্বতনশীল হতে হবে।

৫. সমান সুযোগের নীতি : এ নীতির আওতায় একদিকে সমষ্টির প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিটি সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমষ্টি যেন সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা হয়।

৬. কর্মসূচির সমন্বয় সাধন নীতি : এই নীতিটির আলোকে সমষ্টির চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির সম্পদ, কর্মসূচি এবং সমষ্টির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

৭. যোগাযোগ নীতি : যোগাযোগ নীতি অনুযায়ী সমষ্টির মধ্যকার সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগের দ্বিমুখী নীতি অনুসৃত হয়। অর্থাৎ সমাজকর্মীর পক্ষ থেকে দল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আবার দল ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমাজকর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

৮. মর্যাদার স্বীকৃতিদান নীতি : এ নীতির আওতায় সমাজকর্মী সমষ্টি ও সমষ্টির সকল সদস্যের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে। এ ধরনের স্বীকৃতি সমষ্টি ও সমষ্টির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৯. সকলের অংশগ্রহণ নীতি : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সমষ্টির সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়ায় সকলের সমান অংশগ্রহণ। এ নীতির আওতায় সমষ্টির অনুভূত চাহিদাপূরণ, সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা এবং সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে সমষ্টির সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১০. সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নীতি : এ নীতির আলোকে সমষ্টির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল দিকের সুসম উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়। অর্থাৎ সমষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সকল বিষয়ের সমান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১১. সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সচেতনতার নীতি : সমষ্টির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে একজন সংগঠক, সমন্বয়কারী, সক্ষমকারী, প্রশিক্ষক, পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে সচেতনতার সাথে কাজ করতে হয়।

১২. সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি : এ নীতির আলোকে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কের ভিত্তিতে সমষ্টির সদস্যরা তাদের স্ব স্ব ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়, যা সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উদ্ভব হয়েছে। সমষ্টির জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ, তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব গঠন ও অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাদের আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাই সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো– ১) সমষ্টির স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, ২) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি, ৩) অগ্রাধিকারভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি, ৪) নমনীয় সাংগঠনিক কাঠামো নীতি, ৫) সমান সুযোগের নীতি, ৬) কর্মসূচির সমন্বয় সাধন নীতি, ৭) যোগাযোগ নীতি, ৮) মর্যাদার স্বীকৃতিদান নীতি, ৯) সকলের সমান অংশগ্রহণ নীতি, ১০) সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নীতি, ১১) সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সচেতনতার নীতি এবং ১২) সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতা নীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন নীতির আলোকে সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিটি সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয়?

ক) মর্যাদার স্বীকৃতি দান নীতি
খ) সমান সুযোগের নীতি
গ) সমষ্টির স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি
ঘ) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি

২। সমষ্টি সমাজকর্মের নীতি হলো–

i. অগ্রাধিকারভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি
ii. কর্মসূচির সমন্বয় নীতি
iii. সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Process of Community Organization and Community Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১১.১ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১১.২ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১১.১ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মারি জি. রসের মতে, সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১. শোষণমুখী প্রক্রিয়া, ২. সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া, ৩. পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া, ৪. উদ্ভাবনামূলক প্রক্রিয়া এবং ৫. চিকিৎসামুখী প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়াসমূহ সংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো :

১. শোষণমুখী প্রক্রিয়া : মূলত চরম পশ্চাদমুখী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের সমষ্টির অস্তিত্ব না থাকায় এ প্রক্রিয়ার অনুশীলন হয় না।

২. সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া : নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এজন্য কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে বিধায় দ্রুত জনমত গঠন ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং চাহিদা পূরণ বা সমস্যার দ্রুত ও সহজতর সমাধান সম্ভব হয়। এটি একটি জনপ্রিয় প্রক্রিয়া বিধায় সহজেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় বহুমুখী সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। সুসম উন্নয়নের পক্ষে এ প্রক্রিয়া তেমন কার্যকর নয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একক চিন্তার ফলে কার্যক্রমে গতিশীলতা বা নতুনত্ব পাওয়া যায় না।

৩. পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় দলীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং সমষ্টির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। এক্ষেত্রে সকল কর্মসূচি সমানভাবে গুরুত্ব পায়। সকলের জন্য সমষ্টিগত ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্য ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সমষ্টির সার্বিক দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং বাস্তবসম্মত উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে একই সাথে অনেকগুলো কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুসম উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৪. উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সদস্যদেরকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় সমষ্টিতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যদের নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সমষ্টির সম্পদ, সামর্থ্য ব্যবহার করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৫. চিকিৎসামুখী প্রক্রিয়া : অতি অগ্রবর্তী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর। থেরাপি বা চিকিৎসামূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ সমষ্টির সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের জনসমষ্টির অস্তিত্ব না থাকায় এর ব্যবহার হয় না বললেই চলে।

সমষ্টি সংগঠনের উপরিউক্ত প্রক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতগুলোা স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। যেমন:

ক) তথ্য অনুসন্ধান : সরাসরি জরিপ বা ঘটনা অনুধ্যানের মাধ্যমে সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যা বা চাহিদা, সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করা হয়।

খ) বিশ্লেষণ বা সমস্যা নির্ণয় : অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যার গতি-প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন : সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে সমস্যা বা চাহিদার গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ঘ) মূল্যায়ন : কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর কর্মসূচি স্বার্থকতা বিচার করার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। মূলত পরিকল্পনা পর্যায় থেকে শুরু করে শেষ অবধি এ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলতে থাকে।

৮.১১.২ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া

সমষ্টির বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সমষ্টির জনগণের অভ্যাস, রুচি, কার্যপ্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমষ্টি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ বিচিত্র হয়। চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। মারি জি. রসের মতে সমষ্টি উন্নয়নের প্রক্রিয়া তিনটি। যথা– ১. একক কার্যপ্রক্রিয়া ২. বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া এবং ৩. আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া। নিচে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

১. একক কার্যপ্রক্রিয়া : সমষ্টির উন্নয়নে একক কার্যপ্রক্রিয়ায় সমষ্টির বাইরে থেকে আগত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সমষ্টির সমস্যা নির্ণয় এবং তার সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সদস্যদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়। সমষ্টির জনগণ যাতে উন্নয়নের সকল সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। সমষ্টি উন্নয়নের এ প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। কেননা এখানে বিশেষজ্ঞের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে এ প্রক্রিয়ায় সময় কম লাগে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে না। তবে এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির একটি মাত্র সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বিধায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনেক সময় বিশেষজ্ঞের দক্ষতার অভাবে এ প্রক্রিয়া সফল হয়না। সমষ্টির সদস্যগণ এ সম্পর্কে তেমন অবগত না থাকায় এ প্রক্রিয়ার ফলাফল বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তবে সহজ ও দ্রুত উপায়ে সমষ্টির উন্নয়নে এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

২. বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির জনগণের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে একাধিক বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি সমষ্টির জনগণের অন্তর্ভুক্তি থাকে। এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো সমষ্টির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে সমষ্টিকে উন্নত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অন্তর্ভূক্তি থাকে বিধায় তারা সক্রিয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়। একই সঙ্গে একাধিক সমস্যার সমান্তরাল সমাধানের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব হয়। তবে এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়াতে বাজেট ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে। একাধিক বিশেষজ্ঞ থাকায় মত পার্থক্য দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রক্রিয়াটি বহুমুখী হওয়ায় অনেক সময় সমস্যার সকল দিকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। তবে প্রক্রিয়াটি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নে অত্যন্ত কার্যকর।

৩. আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া : আন্তসম্পদ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সদস্যরা নিজেরা তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমস্যা মোকাবিলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টির সম্পদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সমষ্টির জনগণের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং সমষ্টির জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব জাগ্রত হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের সরাসরি হস্তক্ষেপ না থাকায় কর্মসূচি পরিচালনায় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। আবার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় না হলে কার্যক্রমের গতি ঝিমিয়ে পড়তে পারে। তবে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর। সমষ্টি উন্নয়নের এ প্রক্রিয়াসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন:

ক) সমষ্টি জরিপ : সমষ্টির গঠন, চাহিদা, প্রয়োজন, সমস্যা, সম্পদ, সামর্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কার্য চালানো হয়। এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

খ) সমস্যা নির্ণয় : এ পর্যায়ে সমস্যা নির্ণয় করা হয়। জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যার স্বরূপ, কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়।

গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন : এ পর্যায়ে সমষ্টির সমস্যা নির্ণয়ের প্রেক্ষিতে সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যকর ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

ঘ) মূল্যায়ন : প্রণীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য মূল্যায়ন করা হয়। কর্মসূচি প্রণয়নের শুরু থেকে শেষ অবধি এ মূল্যায়ন চলতে থাকে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি সমষ্টির গঠন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সমষ্টির জনগণের অভ্যাস, রুচি ও কর্মপ্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমষ্টির প্রকৃতি অনুযায়ী চাহিদা, প্রয়োজন বা সমস্যা আলাদা ও বিচিত্রমুখী হয়। এই ভিন্ন ও বিচিত্রমুখী চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সমষ্টি উন্নয়নের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১) একক কার্যপ্রক্রিয়া, ২) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া ও ৩) আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যেসব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো– ১) শোষণমুখী প্রক্রিয়া, ২) সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া, ৩) পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া, ৪) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া ও ৫) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এসে সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া

২। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য সমষ্টি সংগঠনের কোন প্রক্রিয়া কার্যকর?
ক) শোষণমুখী প্রক্রিয়া খ) সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া
গ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া ঘ) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া

৩। সমষ্টির সদস্যদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার জন্য সমষ্টি সংগঠনে কোন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়?
ক) শোষণমুখী প্রক্রিয়া খ) সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া
গ) পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমুখী প্রক্রিয়া

পাঠ-৮.১২ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র (Fields of Community Organization and Community Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১২.১ সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১২.২ সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১২.৩ বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১২.১ সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে সমষ্টি সংগঠন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলের সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সমষ্টির সমস্যা নির্ণয় : বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় শহরাঞ্চলেও নানাবিধ জটিল ও বহুমুখী সমস্যা বিদ্যমান। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট এ সমস্যাবলী চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিহ্নিত সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যাগুলোর কারণ, ধরন, প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয় করা যেতে পারে।

২. স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ : শহরাঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাবলী নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য অনুসন্ধানের ম্যাধমে স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে তা যথাযথ ব্যবহারে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন : শহর সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন অতীব জরুরি। শুধু তাই নয়, সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় সমষ্টির কার্যক্রমও সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

৪. দ্বন্দ্ব দূরীকরণ : সমষ্টির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সংঘাত দূর করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ অতীব জরুরি।

৫. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ : সমষ্টির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি আবশ্যক। এক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতন সদস্যরা তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৬. সম্পদের সদ্ব্যবহার : সম্পদের সদ্ব্যবহার সমষ্টি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমষ্টির জনগোষ্ঠীর বিনোদনমূলক কাজের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ, শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ এলাকায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে সমষ্টির উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৮.১২.২ সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র

পেশাদার সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি উন্নয়ন সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সমষ্টির উন্নয়ন এবং উন্নত বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টির জনগণকে তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে সচেতন করে তোলা হয় যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো :

১. পল্লী উন্নয়ন : বাংলাদেশের অধিকাংশই লোক গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। পল্লীর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। এই অনগ্রসরতা কাটাতে তাদের পর্যাপ্ত সম্পদ ও সামর্থ্য নেই। এক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।

২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুরাতন রাস্তাঘাটের সংস্কার, পুল ও কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. কার্যকর স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রবর্তন : গ্রামীণ ও শহরের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে খাদ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালনির্ভর কুটিরশিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, মৎস্য খামার, সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্যোগী করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে পরিবার ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. শিক্ষা সম্প্রসারণ : বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ নিরক্ষর। এই জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে শিক্ষার প্রচলন একান্ত আবশ্যক। এজন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৭. গৃহায়ন : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম সমস্যা গৃহহীনতা। স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ও সমবায়ভিত্তিক গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দুর্দশা লাঘব এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৮. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ : স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টি ও নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং সমষ্টির নিজস্ব চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তা যথাযথ পরিচালনা ও যুগোপযোগী কর্মসূচি প্রণয়নে সমষ্টি উন্নয়ন প্রয়োগ করা যায়।

৯. সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন : গ্রামীণ জনসমষ্টির বস্তুগত ও অবস্তুগত অনেক সম্পদ থাকে যা অব্যবহৃত থেকে যায়। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টির এ সম্পদসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সমষ্টিকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার জনগণের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরিচিতি ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রয়োগ করা যায়।

১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ : মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও শিক্ষাদান, রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মাতৃত্বকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূর করতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

এছাড়াও সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, সামাজিক কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বিত উপায়ে সমস্যার সমাধান, প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতির সংস্কার সাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যার কার্যকর সমাধানের মাধ্যমে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন আবার সমষ্টির অবস্থানের প্রেক্ষিতে প্রয়োগের দিক থেকে দু'ধরনের। যথা– সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং উন্নত বিশ্বের অনুন্নত এলাকায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আবার উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের শহরাঞ্চলে সাধারনত সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র হলো– ১) পল্লী উন্নয়ন, ২) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৩) কার্যকর স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রবর্তন, ৪) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ৬) শিক্ষা সম্প্রসারণ, ৭) গৃহায়ন, ৮) স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ, ৯) স্বাবলম্বন, ১০) স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের শহর সমষ্টিতে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ হলো– ১) সমষ্টির সমস্যা নির্ণয়, ২) স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, ৩) সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধান, ৪) সংস্থার দ্বন্দ্ব দূরীকরণ, ৫) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ৬) সমষ্টির সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সমষ্টি সংগঠন

২। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে–

i. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
ii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শহর সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়?

ক) সমষ্টি উন্নয়ন খ) সমষ্টি সংগঠন
গ) সমাজকর্ম প্রশাসন ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

পাঠ-৮.১৩ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর আন্তসম্পর্ক (Interrelationship among the Basic Methods of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১৩.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.১৩.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে আন্তসম্পর্ক

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর পেশা। সমাজকর্ম হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার এবং এই লক্ষ্যার্জনে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া। সমাজকর্মের সাহায্য প্রক্রিয়ার মৌলিক পদ্ধতি তিনটি। যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি সমাজকর্ম । সঙ্গত কারণে এই তিনটি পদ্ধতির মৌল একক হলো ব্যক্তি। এজন্য সমাজকর্মের এই মৌলিক পদ্ধতি তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যক্তি কখনো একক, কখনো দলের সদস্য আবার কখনো সে সমষ্টির অংশীদার। একারণে ব্যক্তিকে সেবা দিতে গিয়ে দল ও সমষ্টিকে সেবা দিতে হয়। অন্যদিকে দলকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে এবং সমষ্টিকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও দলকে সেবাপ্রদান করতে হয়। অর্থাৎ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবসময়ই কেন্দ্রে অবস্থান করে ব্যক্তি। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

প্রথমত : ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তি সমাজকর্ম। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু দল ও সমষ্টির একক, সেহেতু ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যক্তির সমস্যার যথাযথ সমাধানে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত : ব্যক্তি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে দল ও সমষ্টিতে ব্যক্তি যাতে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেক্ষেত্রেও তাকে সক্ষম করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবাব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা হয়।

তৃতীয়ত : দল সমাজকর্ম সাধারণত দলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা দল সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দল গঠিত হয় কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে। আবার দল হলো সমষ্টির একক। সুতরাং দলের উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হয়। আবার দল যেহেতু সমষ্টির একক সেহেতু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টির দিকটিও যথাযথ বিবেচনায় আনতে হবে।

চতুর্থত : সমষ্টি সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমষ্টি হলো কতিপয় দল ও অনেকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি। সুতরাং সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধন দল ও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

পঞ্চমত : সমাজকর্মের কতগুলো সাধারণ নীতিমালা রয়েছে। যেমন– ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, স্বাতন্ত্রীকরণ, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। সমাজকর্মের এই নীতিসমূহ সকল মৌলিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

ষষ্ঠত : ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা যেমন একক কোনো কারণে সৃষ্টি হয় না, তেমনি সমস্যার সমাধানও একক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তেমনি দলের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন অনুশীলন ও প্রয়োগ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিচের চিত্রের সাহায্যে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো :

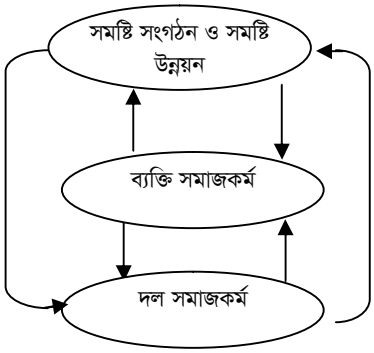

চিত্র : ৮.১৩.১.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক

ব্যক্তি হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক একক। তাই সমষ্টি কেন্দ্রিক হোক কিংবা দলকেন্দ্রিক সমাজকর্ম অনুশীলন করতে যাওয়া হোক না কেন ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন করতে গেলে ব্যক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিকাশ ও নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে দল ও সমষ্টির প্রয়োজন অপরিহার্য। আবার দল সমাজকর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে দলীয় পরিবেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে প্রয়োজন দেখা দেয় সমষ্টির সম্পদেরও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর পেশা হলো সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। সমাজকর্মের কার্যক্রম ত্রিমাত্রিক। যথা– ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দলকেন্দ্রিক ও সমষ্টিকেন্দ্রিক। সঙ্গত কারণে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমাজকর্মের এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ব্যক্তি কখনো একক, কখনো দলের সদস্য আবার কখনো সমষ্টির অংশীদার। একারণে ব্যক্তিকে সেবা দিতে গিয়ে দল ও সমষ্টিকে সেবা দিতে হয়। অন্যদিকে দলকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে এবং সমষ্টিকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও দলকে সেবা দিতে হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মৌল একক কোনটি?

ক) ব্যক্তি খ) দল
গ) সমষ্টি ঘ) প্রতিষ্ঠান

২। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান–

i. ঘনিষ্ট সম্পর্ক
ii. প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক
iii. আন্তসম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। আমরা অনুভূতি কোন দলের বৈশিষ্ট্য?

ক) অন্তঃদল খ) বহিঃদল
গ) গৌণ দল ঘ) আনুষ্ঠানিক দল

২। দলের লক্ষ্য অর্জনে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দলীয় প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক) দলীয় প্রক্রিয়া খ) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
গ) সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

৩। অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে কী বলা হয়?

ক) দল খ) সমষ্টি
গ) সংঘ ঘ) প্রতিষ্ঠান

৪। যে কোন সমস্যার মূলকেন্দ্র বিন্দুতে থাকে–

ক) ব্যক্তি খ) দল
গ) সমষ্টি ঘ) প্রতিষ্ঠান

৫। যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং পরিচিতি বিদ্যমান থাকে তাকে বলে–
ক) প্রাথমিক দল খ) গৌণ দল
গ) অন্তঃদল ঘ) বহিঃদল

৬। সমষ্টির সুসম উন্নয়নের জন্য সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া

৭। সমষ্টি সংগঠন কোন ধরনের এলাকায় ব্যবহৃত হয়?
ক) উন্নত এলাকায় খ) অনুন্নত এলাকায়
গ) গ্রামীণ এলাকায় ঘ) বস্তি এলাকায়

৮। দলের পর্যায়ভূক্ত নয়–
i. উদ্দেশ্যহীন সমাবেশ
ii. সম্পর্কহীন সমাবেশ
iii. রাজনৈতিক সমাবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো–
i. সম্পদের অপর্যাপ্ততা
ii. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব
iii. কারিগরি শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
মেহেদী গ্রামে বসবাস করে। সেখানকার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সনাতন পদ্ধতিতে তারা চাষাবাদ করে। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারসহ নানাবিধ সমস্যা তার এলাকার উন্নয়নের পথে বড় বাধা বলে সে মনে করে।

১০। মেহেদীর এলাকার উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সমষ্টি সংগঠন

১১। মেহেদীর এলাকার বিদ্যমান সমস্যাবলী দূর করে সার্বিক উন্নয়ন সাধন করতে সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকরী?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জাহিদ সাহেব তার দুই ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, ছোটবোন ও বৃদ্ধা দাদীকে নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তাদের মধ্যে পারস্পারিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা প্রত্যেকেই একে অপরের সুখে যেমন আনন্দিত হন তেমনি বিপদে আপদে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

ক) দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১
খ) সমষ্টি উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ) উদ্দীপকের জাহিদ সাহেবের পরিবার কোন ধরনের সামাজিক দল?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত "সামাজিক দল সবচেয়ে বেশি স্থায়ী"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। মিজান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। মিজানকে তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এমন একটি এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করে যেখানে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। মিজান তার নিয়োজিত এলাকার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন।

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি ? ১
খ. উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে মিজানের নিযুক্ত এলাকার সমস্যার সমাধানে মিজান সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে থাকেন?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মিজানের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে– উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ : ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৩ : ১। ক ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৮ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। ক ৮। ক ৯। ঘ ১০। গ ১১। গ